দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ভাষণ

সন্ত্রাস মোকাবিলায় এক হোন ঃ ছাত্র সমাজের প্রতি খালেদা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিএনপি'র চেয়ারপার্সন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের বদলে বই–খাতা–কলম হাতে তুলে নিতে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ছাত্র সমাজের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে আর অস্ত্র, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য নয়। সন্ত্রাস কখনই মঙ্গল ও উন্নয়ন আনতে পারে না। সন্ত্রাস দ্বারা কখনই ভাল কিছু করা যায় না। তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস মোকাবিলার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঢাকা মহানগর ছাত্রদল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এর আয়োজন করে। উদ্যোক্তা সংগঠনের সভাপতি আবুল খায়ের ভুইয়া এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা দেন বিএনপি'র মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মুস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার, বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মুজিবর রহমান, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের আহ্বায়ক কাজী আসাদুজ্জামান, ডাকসু'র সহ–সভাপতি আমানুল্লাহ আমান এমপি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি রিজভী আহমদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি নেয়ামুল হুদা খান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি সাইফুল নাসের, ডাকসু'র সাধারণ

(৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া লেখাপড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সচল ও মুখর করে রাখার আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কিছু সন্ত্রাসী শক্তি হীন উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এজন্য সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা হতাশ। তারা লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মেধাবী ছাত্ররা পড়াশুনার জন্য বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতা–কর্মীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও খারাপকে বর্জনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, সংগঠনে নিজেদের মধ্যে খারাপ কিছু থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। যা কিছু ভাল তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য ছাত্ররা অনেক রক্ত দিয়েছে। এখন তার সুফল বয়ে আনতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদল ও অন্য ছাত্র সংগঠনের শহীদ সকল কর্মীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আন্দোলনে শহীদ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজখবর নিতে ও প্রয়োজনে তাদের সাহায্যে পাশে দাঁড়াতে ছাত্রদলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

বেগম খালেদা জিয়া বক্তব্যের শুরুতে সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি ছাত্রদলের প্রতিটি কর্মীকে শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিক হিসাবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এদেশের দুঃখী অসহায় মানুষের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। আজকের ছাত্রদল আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং ছাত্রদলের মাধ্যমেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও রাজনীতির বাস্তবায়ন হবে। ছাত্রদলের অতীত গৌরবোজ্জ্বল। ছাত্রদল বর্তমানে এগিয়ে চলেছে জাতীয়তাবাদী আদর্শের পতাকা নিয়ে। সে কারণে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে। এর সুফল ইতিমধ্যে ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাচ্ছি। ছাত্র–ছাত্রীরা বিপুলভাবে ছাত্রদলের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাই ছাত্রদলের প্রার্থীদের তারা ভোট দিচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর ২৭টির মধ্যে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রদলের পূর্ণ প্যানেল জয়ী হয়েছে। একটি ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রদল আংশিক বিজয়ী হয়েছে। তাই দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বর্তমান খুবই সুন্দর। ভবিষ্যতে একে সুন্দরতর করার জন্য শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিক হতে হবে।

বিএনপি'র চেয়ারপার্সন দেশের প্রতিটি থানায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক ছাত্রদলের শাখা গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব বিএনপি'র রাজনীতি বাস্তবায়িত করা। এদেশের গরীব অভিভাবকরা বহু আশা নিয়ে সন্তানদের মানুষ করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান। কেবল বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে সন্তানদের মানুষ করা যাবে না। এর জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করতে হবে। তাদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমাদের স্বাধীন দেশ, দেশের ভৌগোলিক সীমানা ও স্বাধীন নাগরিকের স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। আর সেই জাতিগত সত্তাই হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। কেবল সেই গৌরবের কথা বললে চলবে না। আমাদেরকে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিকাশের জন্য কাজ করতে হবে। নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। দেশের মানুষ যাতে খেয়ে–পরে বাঁচতে পারে সেজন্য কাজ করতে হবে। এই জন্যই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

সালাম তালুদকার

মহাসচিব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠার পেছনে শহীদ জিয়ার রাজনৈতিক আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শের রাজনৈতিক সংগঠন। উৎপাদনের রাজনীতিতে এই সংগঠন বিশ্বাস করে। সেই আদর্শ ও রাজনীতির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমিকদল, মহিলাদল, কৃষকদল, জাসাস ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন নামে দলের অঙ্গ সংগঠন গড়ে তুলেছি। তৃতীয় বিশ্বসহ সারা দুনিয়ায় ছাত্র সমাজ ছাত্র রাজনীতি করে। ছাত্র সমাজ থাকে সকল লোভ–লালসার উর্ধ্বে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে। আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ সেই গৌরবময় ভূমিকা রাখতে কখনই পিছপা ছিল না। ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার এ প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের অগ্রণী ভূমিকার কথা প্রশংসার সঙ্গে বর্ণনা করেন।

মোস্তাফিজুর রহমান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান ছাত্রদলের সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ছাত্রদল সুস্থ ছাত্র রাজনীতি করে। ছাত্রদল গুণ্ডানীতিতে বিশ্বাসী নয়। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও নির্বাচনের মাধ্যমে আজ বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদলের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মুজিবর রহমান বলেন, সন্ত্রাস আমাদের ঘরে ও বাইরে থাকতে পারে। নিজেদের সত্তার মধ্যেও সন্ত্রাস থাকতে পারে। তাই সচেতনভাবে এই সন্ত্রাসকে রুখতে হবে। কারণ সন্ত্রাস হচ্ছে শিক্ষা ও গণতন্ত্রের শত্রু।

আমানউল্লাহ আমান

ডাকসু'র সহ–সভাপতি আমানউল্লাহ আমান এমপি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ হাসিনা বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তার বক্তব্য ও কাজে কোন মিল ছিল না বলেই এদেশের ছাত্র সমাজ তাকে পছন্দ করেনি। আজও ছাত্র সমাজ তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে আন্দোলনে আপোসহীন নেতৃত্বদান করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশের ছাত্র সমাজের মন জয় করে নিয়েছেন। তারই প্রতিফলন ঘটছে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় এক হোন

(প্রথম পাতার পর)

সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন, সহ–সাধারণ সম্পাদক নাজিমুদ্দিন আলম, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা ফজলুল হক মিলন, মনিরুজ্জামান মনির, কামরুজ্জামান রতন, রফিকুল ইসলাম জগলু, হাবিবুল ইসলাম, খোন্দকার জাহাঙ্গীর আলম, মনোয়ার হোসেন রানা, মনজুর এলাহী, তরিকুল ইসলাম মনি ও শহীদউদ্দীন এ্যানি, ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের ৫জন সহ–সভাপতি মুন্সী বজলুল বাসিত আনজু, শহীদুল্লাহ শহীদ, এ বি এম শামসুল হক, নাজমুল হক ও নূরুন নবী চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমান, ঢাকা কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক জেড মরতুজা তুলা ও আবদুল আউয়াল, তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি আবদুল বাতেন ও খিলগাঁ মডেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি আবদুর রাজ্জাক। বিকাল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত একটানা সাড়ে তিনঘন্টা আলোচনা চলে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে সভামঞ্চে আসেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় সকালে সংগঠনের কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত ও সেখানে পুষ্পার্ঘ অর্পণ এবং তাঁর মাজার থেকে শোভাযাত্রা বের হয়।